تَعْلِيمُ الْأَدَبِ

(দ্বিতীয় পর্ব)

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

تَعْلِيْمُ الْأَدَبِ

তালিমুল আদাব

(শিষ্ঠাচার শিক্ষা)

দ্বিতীয় পর্ব

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

তালিমুল ইসলাম শিক্ষা বোর্ড এর অধিভুক্ত সকল মাদরাসার শিক্ষার্থীদের জন্য পালনীয় ৫০ সবক

اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ
السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

উসমান ইবনু আফফান ؓ বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম তারা, যারা নিজেরা কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। (সহিহ বুখারী, ৪৬৫৮)

হাফেজ, আলেম, মাওলানা, মুফতি নয়
শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য হওয়া উচিত
" মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে একজন মুমিন মুত্তাকী বান্দা হওয়া "

- হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

তালিমুল আদাব

লেখকঃ	হাবীবুল্লাহ মাহমুদ
সম্পাদকঃ	খালিদ হাসান
অনুলিপকঃ	মূসা বিন এনামুল হক
গ্রন্থস্বত্বঃ	অন্তিম প্রকাশনী
প্রথম প্রকাশঃ	১১ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৮ হিজরি ২৫ আগস্ট, ২০২৬ ঈসায়ী
মুদ্রণঃ	অন্তিম প্রেস
প্রকাশনায়ঃ	তালিমুল ইসলাম শিক্ষা বোর্ড, নাটোর
নির্ধারিত মূল্যঃ	৩৫ টাকা
ওয়েবসাইটঃ	www.talimulislamshikkhaboard.com

TALIMUL ADAB (2ND PART) WRITTEN BY HABIBULLAH MAHMUD BIN ABDUL QADIR, EDITED BY KHALID HASAN. PUBLISHED BY ONTIM PROKASHONI. COPYRIGHT: PUBLISHER. 1ST PUBLISHED ON : 11 RABI AL-AWWAL, 1448 HIJRI, 25 AUGUST 2026 ISAYI.

সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি	৯
ভূমিকা	১০
লক্ষ্য ও পদ্ধতিগত পার্থক্যঃ	১১
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ শিক্ষার্থীদের পালনীয় আদব	১২
প্রথম পরিচ্ছেদ	১২
শিক্ষার্থীর চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে	১২
সবক – ১ : ছালাম প্রদান করা	১২
সবক – ২ : মিথ্যা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা	১৪
সবক – ৩ : উস্তাদগণকে ছালাম প্রদান করা	১৪
সবক – ৪ : উত্তম কথা বলা	১৪
সবক – ৫ : চরিত্রবান হতে হবে	১৫
সবক – ৬ : অন্তরের উদারতা লাভ করা	১৫
সবক – ৭ : মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করা	১৫
সবক – ৮ : দয়াশীল হতে হবে	১৬
সবক – ৯ : সকল সময়ই সৎ কর্ম করতে হবে	১৬
সবক – ১০ : চোগলখুরি বা এক জায়গার কথা অন্য জায়গায়	১৭
সবক – ১১ : গান-বাজনা শোনা বা প্রচার করা যাবে না	১৮
সবক – ১২ : সহপাঠীদের দোষ খোঁজা ও তার প্রচার করা	১৮
সবক – ১৩ : সহপাঠীদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করা উত্তম	১৯
সবক – ১৪ : বয়স্কদের প্রতি এবং উস্তাদগণের প্রতি সম্মান দেখানো	১৯
সবক – ১৫ : সহপাঠীদের দেয়া কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করা	২০
সবক – ১৬ : উস্তাদ বা অভিভাবকের সাথে ছল চাতুরি না করা	২০
সবক – ১৭ : সহপাঠী বা অন্যদের সাথে গালা-গালি না করা	২০
সবক – ১৮ : তিনটি বিষয় অর্জন ও তিনটি বিষয় বর্জন করা	২১
সবক – ১৯ : নম্রতা অবলম্বন করা	২৩
সবক – ২০ : অধিক সহনশীল ও অধিক ধৈর্য্যশীল হতে হবে	২৩
সবক – ২১ : শিক্ষার্থীদের জন্য উত্তম হলো পরস্পরের মধ্যে হাদিয়া	২৪
সবক – ২২ : শিক্ষার্থীদের অধিক লজ্জাশীল হতে হবে	২৪
সবক – ২৩ : এক শিক্ষার্থী অপর শিক্ষার্থীর কল্যাণের জন্য	২৪
সবক – ২৪ : প্রয়োজন বোধে কারো কাছে কিছু চাইতে হলে	২৫
সবক – ২৫ : শিক্ষার্থীদের নাম হাজিরা বা ডাকার সময় লাব্বাইক বলা উত্তম	২৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	২৬
শিক্ষার্থীদের মজলিস বা ক্লাস সম্পর্কে	২৬
সবক – ২৬ : শিক্ষার্থীগণ মজলিস বা ক্লাসে উপস্থিতের সময় সালাম	২৬
সবক – ২৭ : মজলিস বা ক্লাসের স্থান প্রসস্ত করা	২৭
সবক – ২৮ : কেউ মজলিস বা ক্লাস থেকে উঠে গিয়ে আবার ফিরে	২৭
সবক – ২৯ : মজলিস বা ক্লাসে দুইজনের মাঝখানে না বসা উত্তম	২৭
সবক – ৩০ : মজলিস বা ক্লাসে কেউ কাউকে ডিঙ্গিয়ে সামনে বসা সঠিক	২৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	২৮
খেলাধুলা সম্পর্কে	২৮
সবক – ৩১ : গুলতি খেলা যাবেনা	২৮
সবক – ৩২ : পাশা ও লুডু খেলা যাবেনা। কেননা পাশা খেলা হারাম	২৯
সবক – ৩৩ : ক্যারাম খেলা যাবে না। কেননা ক্যারাম খেলা হারাম	২৯
সবক – ৩৪ : শিক্ষার্থীদের জন্য হারাম খেলা ব্যতীত	২৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	২৯
পত্র লেখা সম্পর্কে	৩০
সবক – ৩৫ : পত্রের প্রথমে বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করতে হবে।	৩০
সবক – ৩৬ : পত্রে বাদ সমাচার বা আম্মাবাদ লেখা উত্তম	৩১
সবক – ৩৭ : পত্রের জবাবে পত্র লেখা উত্তম	৩১
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	৩২
নিজ বাড়িতে চলাফেরা সম্পর্কে	৩২
সবক – ৩৮ : বাড়িতে প্রবেশের সময় সালাম দিয়ে প্রবেশ করতে হবে	৩২
সবক – ৩৯ : আবাসিক গৃহে প্রবেশের সময়ও সালাম দিতে হবে	৩২
সবক – ৪০ : মায়ের রুমে প্রবেশের অনুমতি নিতে হবে	৩৩
সবক – ৪১ : পিতার রুমে প্রবেশের জন্য অনুমতি নিতে হবে	৩৩
সবক – ৪২ : বোনের রুমে প্রবেশের জন্য অনুমতি নিতে হবে	৩৩
সবক – ৪৩ : ভাইয়ের রুমে প্রবেশের জন্য অনুমতি নিতে হবে	৩৫
সবক – ৪৪ : যেকোনো বাড়িতে প্রবেশের জন্য অবশ্যই অনুমতি নিতে হবে	৩৫
সবক – ৪৫ : ঘরের ভিতরে উঁকি মারা নিষেধ	৩৬
সবক - ৪৬ : কারো গৃহে প্রবেশের জন্য অনুমতি নিতে হবে।	৩৭
সবক - ৪৭ : যেকোনো বাড়িতে বা রুমে প্রবেশের জন্য তিনবার অনুমতি	৩৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	৩৯
শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সম্পর্কে	৩৯
সবক - ৪৮ : সহপাঠীদের অভিভাবকগণ ও অন্যান্যদেরকে সালাম প্রদান করতে হবে	৩৯
সবক - ৪৯ : বড়দের সম্মান প্রদর্শন করা	৩৯
সবক – ৫০ : সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে	৪০

লেখক পরিচিতি

নাম মাহমুদ। ডাকনাম জুয়েল মাহমুদ, তাঁর স্বজনদের অনেকে তাকে সোহেল নামেও ডাকে এবং বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলের মানুষই তাকে ' হাবীবুল্লাহ মাহমুদ ' নামে চিনে। পিতা আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন এবং জননী সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন।

পিতা-মাতার দিক থেকে কয়েকজন ঊর্ধ্বতন পুরুষের নাম:

- পিতার দিক হতে - আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন বিন আব্দুল গফুর বিন খাবীর বিন আব্দুল বাকী বিন মাওলানা নজির উদ্দিন আল-যোবায়েরী ﵀ বিন মোল্লা আব্দুছ ছাত্তার মুর্শিদাবাদী বিন শাইখ আবদে হাকিম ইউসুফী ﵀ । যিনি ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের কিছু সংখ্যক মুসলিম যোদ্ধাদের নিয়ে 'বদরী কাফেলা' নামে একটি সংগঠন তৈরী করেন এবং তাঁর মাধ্যমে ইংরেজদের সাথে লড়াই করেন। অতঃপর ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মার্চের ৩ তারিখে তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দী হন এবং কলিকাতায় ইংরেজদের কারাগারে বন্দী থাকেন। পরিশেষে তিনি ইংরেজদের নির্যাতনের শিকার হয়ে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জুলাই বাদ আসর কারাগারে ইন্তেকাল করেন। ১
- মাতার দিক হতে- সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন বিন ইব্রাহীম বিন কাসেম মোল্লা ওরফে কালু মোল্লা বিন বাহলুল বিন নূর উদ্দিন হেরা পাঠান, যিনি পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের অধিবাসী ছিলেন।

শিক্ষা জীবন: তিনি স্থানীয় সালিমপুর মালিগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া-লেখা করেন। অতঃপর তাঁর নানার সহযোগীতায় স্থানীয় গাঁওপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে কুরআনের নাজরানা শেষ করে তিনি কিছু অংশ মুখস্থও করেন। অতঃপর বাঘা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে তিনি ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। (উল্লেখ্য: 'গাঁওপাড়া' গ্রামটি নাটোর জেলার আওতাধীন বাগাতিপাড়া উপজেলাধীন, পাঁকা ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। আর সেখানেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন।)

---

১. ভারতবর্ষের মুসলিমদের ইতিহাস (মুসলিম শাসন), লেখক: আব্দুল করিম মোতেম, (পৃষ্ঠা ৩০৬)।

ভূমিকা

আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি দয়ালু ও অতি দাতা।

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি মানুষকে উত্তম কাঠামো দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এবং মানুষকে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যা মানুষ জানতো না। এবং সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নাবী ও রসুল মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর, তার আহলে বাইয়্যাত এর উপর, ও সকল সাহাবীগণের উপর।

অতঃপর, যখন আমি দেখলাম বর্তমান বাংলাদেশের দ্বীনি শিক্ষা ব্যবস্থার নৈতিক অবক্ষয়ের বিষয়টি খুবই ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। তখন চেষ্টা করলাম দ্বীনি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে তার প্রকৃত সুশিক্ষার বিষয়টি সামনে আনতে। কেননা সমস্যাটা দ্বীনি শিক্ষা ব্যবস্থার নয়। বরং সমস্যা হলো দ্বীনি শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান পরিচালনা কাঠামো। অতএব, এই দ্বীনি শিক্ষার নৈতিক অবক্ষয় কে দ্বীনের সঠিক শিক্ষা ও তার বাস্তবায়নের রূপ দেয়ার চেষ্টায় তালিমুল ইসলাম শিক্ষা বোর্ড কে শক্তিশালী করার ইচ্ছা করলাম। যা ঘরোয়া ভাবে ২০২২ ঈসায়ী তে প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। অত্র সেই শিক্ষা বোর্ড এর অধিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উস্তাদগণ ও শিক্ষার্থীগণ এবং তাদের অভিভাবকদের পালনীয় আদব সম্পর্কেই মূলত তালিমুল আদব গ্রন্থটি লিখেছি। যেন তা হতে উস্তাদগণ, শিক্ষার্থীগণ ও তাদের অভিভাবকগণ সহ অন্যান্য মুসলিমগণও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার শিষ্টাচার বা আদব অবগত ও বাস্তবায়ন করতে পারেন। ইংশাআল্লাহ

মহান আল্লাহ তা'য়ালা অত্র গ্রন্থটি আমাদের বুঝে পড়ার ও আমল করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

নিবেদক

মাহমুদ

১১ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৮ হিজরি

লক্ষ্য ও পদ্ধতিগত পার্থক্যঃ

কওমি শিক্ষা বোর্ড	দারুল উলূম দেওবন্দের মাসলাক অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। দ্বীনি তা'লীম ও তারবিয়াতের মানোন্নয়ন ও সমাজের সর্বত্র প্রয়োজনীয় দ্বীনি জ্ঞান পৌঁছানোর মাধ্যমে সমাজ হতে নিরক্ষরতা ও মূর্খতা দুরীকরণের খিদমতে আঞ্জাম।
আলিয়া শিক্ষা বোর্ড	মাদরাসা শিক্ষা কে যুগোপযোগী, কর্ম-মূখী ও মান সম্পূর্ণ করে গড়ে তোলা। ইবতেদায়ী, দাখিল ও আলীম স্তরে নিয়মিত মান সম্পূর্ণ ও জাতীয় শিক্ষাক্রম এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা নিশ্চিত করা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন সংক্রান্ত নীতিমালা এবং গভারনিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি গঠন সংক্রান্ত প্রবিধানমালা অনুসরণ পূর্বক দেশের আলিয়া পদ্ধতির সকল মাদরাসার সুষ্ঠু পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা। জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও নীতিমালা প্রস্তুতে সহায়তা করা।
তালিমুল ইসলাম শিক্ষা বোর্ড	আমাদের প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ রূপে কুরআন ও সুন্নাহ এর দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত থাকবে। ইংশাআল্লাহ দ্বীনি তা'লীম ও তারবিয়াতের মাধ্যমে তাজকিয়াতুন নাফস বা আত্মা পবিত্রকরণ ও সমাজের সর্বস্তরে ইসলামের জ্ঞান পৌঁছানোর মাধ্যমে সমাজ হতে নিরক্ষরতা ও কলুষিত অন্তর দূরীকরণের প্রচেষ্টায় আঞ্জাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ শিক্ষার্থীদের পালনীয় আদব

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিক্ষার্থীর চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে

উস্তাদগণের পালনীয় আদব শেষে এবার শির্ক্ষাথীদের পালনীয় আদব সম্পর্কে আলোচনা করছি। তবে শিক্ষার্থীদেরকে একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে, শিক্ষার্থী জিবনটাই শিক্ষা অর্জনের; আর ঐ শিক্ষা মানুষকে সুশিক্ষার দিকে অগ্রগামী করে, যেই শিক্ষার সাথে আদব বা শিষ্টাচার রয়েছে। আদবহীন শিক্ষার চেয়ে আদববান মূর্খ জাতি অনেক উত্তম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:)বলেন, "তুমি আদব অন্বেষণ কর, কারণ আদব হলো পরিপূরক, ব্যক্তিত্বের দলিল, নিঃসঙ্গতার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, পরবাসী জীবনের সাথী এবং অভাবের সময়ে সম্পদ।" (আত তারীখ- হাকেম রহিঃ, হা:)

অতঃপর এ কথা বলা যায় যে যদি কেউ সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে চায় সে যেন আদব শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়।কাজেই অত্র গ্রন্থের ২য় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় শিক্ষার্থীদের পালনীয় আদব, যা সবক হিসেবে পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে।

সবক – ১ : ছালাম প্রদান করা

ছালাম এক মূল্যবান সম্পদ যা দ্বারা শত্রুকেও বন্ধুতে পরিণত করা যায়। আর সে জন্যই আল্লাহর রছূল ﷺ সালাম প্রদান করাকে সর্বোত্তম আমল হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং আমাদেরকে ছালাম প্রদান করার আদেশ দিয়েছেন।

حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : مَا كَانَ اَحَدٌ يَبْدَ اَوْ يَبْدُرُ ابْنَ عُمَرَ بِالسَّلَامِ .

বশীর ইবনে ইয়াসার رحمه الله বলেন, ইবনে উমার رضي الله عنه কে তার আগে কেউ সালাম দিতে পারতো না। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নংঃ ৯৯১, ই. ফা. , মানঃ সহিহ)

বর্ণিত হাদিস,

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عَمْرٍو اِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ زَادَ فَاَتَيْتُهُ وَهُوَ جَالِسٌ فَقُلْتُ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ثُمَّ اَتَيْتُهُ مَرَّةً اُخْرَى فَقُلْتُ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ قَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ثُمَّ اَتَيْتُهُ مَرَّةً اُخْرَى فَقُلْتُ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَطَيِّبُ صَلَوَاتِهِ .

আবদুল্লাহ ইবনে উমার ﵁ এর মুক্তদাস সালেম ﵁ বলেন, কেউ ইবনে উমার ﵁ কে সালাম দিলে তিনি বর্ধিত শব্দযোগে তার উত্তর দিতেন। আমি তার নিকট আসলাম এবং তিনি তখন বসা ছিলেন। আমি বললাম, আসসালামু আলাইকুম। তিনি উত্তর দেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লহ। আমি পুনরায় তার নিকট এসে বললাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লহ। তিনি উত্তর দেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি পুনরায় তার নিকট এসে বললাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লহি ওয়া বারাকাতুহু। তিনি এবার জবাব দিলেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া তাইয়্যিবু সালাওয়াতিহ। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং: ১০২৬, মান: যঈফ)

حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ قَالَ : حَدَّثَنِىْ مُوْسَى بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ سَعْدٍ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَمَعَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَتَّى اِذَا نَزَلاَ سَرِفًا مَرَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ بِالسَّلاَمِ فَرَدَّا عَلَيْهِ .

সাদ ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার ﵁ ও কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ ﵀ এর সাথে সফরে রওয়ানা হন। তারা সারিফ নামক স্থানে উপনীত হলে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ﵁ সেই পথে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে ইঙ্গিতে সালাম দেন এবং তারা দু’জনে

তার জবাবও দেন। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং: ১০১৩, মান: যঈফ)

সবক – ২ : মিথ্যা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা

সকল পাপের মূল হলো মিথ্যা কথা বলা। যে ব্যক্তি নির্দ্বিধায় মিথ্যা কথা বলে, সে ব্যক্তি সত্যপথে চলতে পারবে না। তাই মিথ্যা অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : لاَ يَصْلُحُ الْكَذِبُ فِىْ جِدٍّ وَلاَ هَزْلٍ وَلاَ اَنْ يَعِدَ اَحَدُكُمْ وَلَدَهُ شَيْئًا ثُمَّ لاَ يُنْجِزُ لَهُ .

আবদুল্লাহ ﵁ বলেন, মিথ্যা বাস্তবিক পক্ষেও নয় এবং ঠাট্টাচ্ছলেও সংগত নয়। তোমাদের কেউ তার সন্তানকে কিছু দেয়ার ওয়াদা করে তা তাকে না দেয়ার বিষয়টিও সংগত নয়। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং: ৩৮৮, মান: সহিহ)

সবক – ৩ : উস্তাদগণকে ছালাম প্রদান করা

حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ قَالَ : حَدَّثَنِىْ مُوْسَى بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ سَعْدٍ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَمَعَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَتَّى اِذَا نَزَلاَ سَرِفًا مَرَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَاَشَارَ اَلَيْهِمْ بِالسَّلاَمِ فَرَدَّا عَلَيْهِ .

সাদ ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার ﵁ ও কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ ﵀ এর সাথে সফরে রওয়ানা হন। তারা সারিফ নামক স্থানে উপনীত হলে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ﵁ সেই পথে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে ইঙ্গিতে সালাম দেন এবং তারা দু'জনে তার জবাবও দেন। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং: ১০১৩, মান: যঈফ)

সবক – ৪ : উত্তম কথা বলা

حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ اِذَا اُتِىَ بِالشَّىْءِ يَقُوْلُ : اذْهَبُوْا بِهِ اِلَى فُلاَنَةٍ فَاِنَّهَا كَانَتْ صَدِيْقَةَ خَدِيْجَةَ. اذْهَبُوْا بِهِ اِلَى بَيْتِ فُلاَنَةٍ فَاِنَّهَا كَانَتْ تُحِبُّ خَدِيْجَةَ .

আনাস ﵁ বলেন, নবী ﷺ কে কিছু দেয়া হলে তিনি বলতেনঃ যাও, এটা অমুক নারীকে দিয়ে এসো। কেননা সে ছিল খাদীজার বান্ধবী। এটি নিয়ে অমুক মহিলার ঘরে যাও। কেননা সে খাদীজাকে মহব্বত করতো। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং: ২৩১)

সবক – ৫ : চরিত্রবান হতে হবে

عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنِيْ ثَابِتُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ : مَا رَاَيْتُ اَحَدًا اَجَلَّ اِذَا جَلَسَ مَعَ الْقَوْمِ وَلاَ اَفْكَهَ فِيْ بَيْتِهِ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ .

সাবিত ইবনে উবাইদ ﵀ বলেন, আমি মজলিসে গাম্ভীর্য অবলম্বনকারী এবং নিজ বাড়িতে খোশমেজাজী লোক যায়েদ ইবনে সাবিত ﵁ ব্যতীত আর কাউকে দেখিনি (ইসাবা)। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং: ২৮৬, মান: সহিহ)

সবক – ৬ : অন্তরের উদারতা লাভ করা

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ : خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ لِى : اُفٍّ قَطُّ وَمَا قَالَ لِيْ لِشَيْءٍ لَمْ اَفْعَلْهُ : اَلاَ كُنْتَ فَعَلْتَهُ وَلاَ لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ : لِمَ فَعَلْتَهُ .

আনাস ﵁ বলেন, আমি দশটি বছর যাবৎ নাবী ﷺ এর খেদমত করেছি। কখনো তিনি আমাকে (বিরক্তিসূচক) উফ শব্দটিও বলেননি। তিনি আমাকে কোন কিছু করতে বললে, (যদিও আমি তা করেছি) কখনো বলেননিঃ তুমি এটা করলে না কেন বা যা করেছি তার জন্যও বলেননি যে, তুমি তা করলে কেন? (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং: ২৭৭, মান: সহিহ)

সবক – ৭ : মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করা

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ اَبِيْ حَفْصَةَ عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ : (هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ اِلاَّ الإِ

حَسَانٌ) قَالَ : هِيَ مُسَجَّلَةٌ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ.

মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনুল হানাফিয়া ﵀ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “ সদ্ব্যহারের প্রতিদান সদ্ব্যবহার ভিন্ন আর কি হতে পারে ” (৫৫ : ৬০) শীর্ষক আয়াত পুণ্যবান ও পাপাচারী সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আবু আবদুল্লাহ ﵀ বলেন, আবু উবায়েদ ﵀ বলেছেন, তা হলো সাধারণ নীতি। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং : ১২৯, মান : হাসান)

সবক – ৮ : দয়াশীল হতে হবে

عَنْ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ اَتُقَبِّلُوْنَ الصِّبْيَانَ فَوَاللهِ مَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَوَ اَمْلِكُ اِنْ كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نَزَعَ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ

একদল বেদুইন (গ্রাম্য লোক) নাবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত হলো। তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল । আপনারা কি শিশুদের চুমা দেন? আল্লাহর শপথ! আমরা তাদেরকে চুমা দেই না। নাবী ﷺ বলেনঃ মহামহিম আল্লাহ যদি তোমার অন্তর থেকে দয়ামায়া তুলে নেন, তাহলে আমি আর কি করতে পারি। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নংঃ ৯৭, মানঃ সহিহ)

সবক – ৯ : সকল সময়ই সৎ কর্ম করতে হবে

حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَاصِمٍ وَكَانَ حَرْمَلَةُ اَبَا اُمِّهِ فَحَدَّثَتْنِيْ صَفِيَّةُ ابْنَةُ عُلَيْبَةَ وَدُحَيْبَةُ ابْنَةُ عُلَيْبَةَ وَكَانَ جَدَّهُمَا حَرْمَلَةُ اَبَا اَبِيْهِمَا اَنَّهُ اَخْبَرَهُمْ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّهُ خَرَجَ حَتَّى اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ عِنْدَهُ حَتَّى عَرَفَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا ارْتَحَلَ قُلْتُ فِيْ نَفْسِى : وَاللهِ لَآتِيَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اَزْدَادَ مِنَ الْعِلْمِ فَجِئْتُ اَمْشِى حَتَّى قُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقُلْتُ مَا تَاْمُرُنِيْ اَعْمَلُ قَالَ : يَاحَرْمَلَةُ ائْتِ الْمَعْرُوْفَ وَاجْتَنِبِ الْمُنْكَرَ

ثُمَّ رَجَعْتُ حَتَّى جِئْتُ الرَّاحِلَةَ ثُمَّ اَقْبَلْتُ حَتَّى قُمْتُ مَقَامِى قَرِيْبًا مِنْهُ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تَاْمُرُنِىْ اَعْمَلُ قَالَ : يَا حَرْمَلَةُ ائْتِ الْمَعْرُوْفَ وَاجْتَنِبِ الْمُنْكَرَ وَانْظُرْ مَا يُعْجِبُ اُذُنَكَ اَنْ يَقُوْلَ لَكَ الْقَوْمُ اِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ فَأْتِهِ وَانْظُرِ الَّذِى تَكْرَهُ اَنْ يَقُوْلَ لَكَ الْقَوْمُ اِذَا قُمْتَ مِنْ عِنْدِهِمْ فَاجْتَنِبْهُ فَلَمَّا رَجَعْتُ تَفَكَّرْتُ فَاِذَا هُمَا لَمْ يَدَعَا شَيْئًا .

হারমালা ইবনে আবদুল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি রওনা হয়ে নাবী ﷺ এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁর নিকট উপস্থিত থাকতেই নাবী ﷺ তাকে চিনে ফেলেন। তিনি রওয়ানা হলে আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহর শপথ আমি নাবী ﷺ এর নিকট যাবো এবং আমার জ্ঞানের পরিধি বাড়াবো। আমি হেঁটে হেঁটে তার নিকট গিয়ে তার সামনে দাড়ালাম। আমি বললাম, আপনি আমাকে কি কাজের নির্দেশ দিবেন? তিনি বলেনঃ হে হারমালা! তুমি সৎকাজ করবে এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে। অতঃপর আমি ফিরে এসে আমার বাহনের নিকট এলাম, আবার ফিরে গিয়ে তার নিকট আমার স্থানে দাঁড়ালাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি আমাকে কি কাজ করার নির্দেশ দিবেন? তিনি বলেনঃ “ হে হারমালা! তুমি সৎকাজ করবে এবং পাপ কাজ বর্জন করবে। তুমি লক্ষ্য করো, তোমার কান কি শুনতে পছন্দ করে? তোমার সম্প্রদায় তোমার অনুপস্থিতিতে যা বললে তুমি আনন্দ পাও তা করো এবং তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার সম্প্রদায় যা বললে তুমি অপছন্দ করো তা থেকে বিরত থাকো।” হারমালা ﵁ বলেন, আমি ফিরে এসে ভেবে দেখলাম, তা এমন দু’টি কথা, যাতে কিছুই বাদ পড়েনি। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং: ২২১, মান: যঈফ)

সবক – ১০ : চোগলখুরি বা এক জায়গার কথা অন্য জায়গায় লাগানো থেকে দূরে থাকা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ اَيُّوْبَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ

عَبْدِ اللهِ عَنْ حَسَّانَ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : الْقَائِلُ الْفَاحِشَةَ وَالَّذِى يُشِيْعُ بِهَا فِى الإِثْمِ سَوَاءٌ .

আলী ইবনে আবু তালিব ﵁ বলেন, যে ব্যক্তি অশ্লীল কথা বলে এবং তা প্রচার করে তাদের উভয়ে সমান পাপী (বাযযার)। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং: ৩২৪, মান: হাসান)

সবক – ১১ : গান–বাজনা শোনা বা প্রচার করা যাবে না

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ اَنَّهُ كَانَ يَرَى النَّكَالَ عَلَى مَنْ اَشَاعَ الزِّنَا يَقُوْلُ : اَشَاعَ الْفَاحِشَةَ .

আতা ﵀ থেকে বর্ণিত। তার মতে, যে ব্যক্তি অশ্লীলতা ছড়ায় তার শাস্তি হওয়া উচিত। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং: ৩২৬, মান: সহিহ)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : مَنْ سَمِعَ بِفَاحِشَةٍ فَاَفْشَاهَا فَهُوَ فِيْهَا كَالَّذِى اَبْدَاهَا.

শুবাইল ইবনে আওফ ﵀ বলেন, কথিত আছে যে, কোন ব্যক্তি অশ্লীল কথা শুনলে এবং তা ছড়ালে সে অশ্লীলতার উদ্ভাবকের সমতুল্য পাপী। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং: ৩২৫)

সবক – ১২ : সহপাঠীদের দোষ খোঁজা ও তার প্রচার করা থেকে বেঁচে থাকতে হবে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ مَوْدُوْدٍ عَنْ زَيْدٍ مَوْلَى قَيْسٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : (وَلاَ تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ) قَالَ : لاَ يَطْعَنُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

ইবনে আব্বাস ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি মহামহিম আল্লাহর বাণীঃ “ তোমরা পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করো না ” (৪৯ : ১১) এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা একে অপরকে তিরস্কার করো না। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং: ৩২৯, মান: যঈফ)

সবক – ১৩ : সহপাঠীদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করা উত্তম

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ دِيْنَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ غَالِبٍ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ : زَارَنَا سَلْمَانُ مِنَ الْمَدَاىِٕنِ اِلَى الشَّامِ مَاشِيًا وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ وَانْدَرْوَرْدُ قَالَ : يَعْنِيْ سَرَاوِيْلَ مُشَمَّرَةً قَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ : رُؤِىَ سَلْمَانُ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ مَطْمُوْمُ الرَّأسِ سَاقِطُ الأُذُنَيْنِ يَعْنِي اَنَّهُ كَانَ اَرْفَشَ. فَقِيْلَ لَهُ : شَوَّهْتَ نَفْسَكَ قَالَ : اِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الاخِرَةِ .

উম্মু দারদা ﵂ বলেন, সালমান ﵁ মাদায়েন থেকে পদব্রজে সিরিয়া এসে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন তার পরনে ছিল পাজামা। ইবনে শাওযাব ﵀ বলেন, সালমান ﵁ কে দেখা গেলো যে, তার গায়ে চাদর জড়ানো, তার মাথা মুণ্ডিত এবং কান প্রশস্ত। তাকে বলা হলো, আপনি নিজেকে কদাকার করে ফেলেছেন। তিনি বলেনঃ নিশ্চয় আখেরাতের কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং: ৩২৯, মান: যঈফ)

সবক – ১৪ : বয়স্কদের প্রতি এবং উস্তাদগণের প্রতি সম্মান দেখানো

حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيْلِ قَالَ : اَخْبَرَنِيْ أُسَيْدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا اُسَيْدٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ اَبَوَيَّ شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا اَبَرُّهُمَا قَالَ : نَعَمْ خِصَالٌ اَرْبَعٌ : الدُّعَاءُ لَهُمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَاِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِيْ لاَ رَحِمَ لَكَ اِلاَّ مِنْ قِبَلِهِمَا.

আবু উসাইদ ﵁ বলেন, আমরা নাবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কোন অবকাশ আছে কি? তিনি বলেনঃ হাঁ, চারটি উপায় আছে। (১) তাদের জন্য দোয়া করা, (২) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, (৩) তাদের প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা এবং (৪) তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা ও তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, যারা তাদের

মাধ্যমে তোমার আত্মীয়। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং: ৩৫৯, মান: যঈফ)

সবক – ১৫ : সহপাঠীদের দেয়া কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করা

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي الأَعْمَشُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ اَحَدٌ اَوْ لَيْسَ شَيْءٌ اَصْبَرَ عَلَى اَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاِنَّهُمْ لَيَدَّعُوْنَ لَهُ وَلَدًا وَاِنَّهُ لَيُعَافِيْهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ

আবু মূসা ﵁ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লহ ﷺ বলেনঃ কষ্টদায়ক কিছু শোনার পরও ধৈর্য ধারণের ব্যাপারে মহামহিম আল্লাহর চেয়ে অধিক ধৈর্যশীল আর কেউ বা কিছু নাই। লোকে তাঁর সন্তান আছে বলে দাবি করে। এতদসত্ত্বেও তিনি তাদেরকে নিরাপদ রাখেন এবং রিযিক দান করেন। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং: ৩৯০, মান: সহিহ)

সবক – ১৬ : উস্তাদ বা অভিভাবকের সাথে ছল চাতুরি করা থেকে বিরত থাকা

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَعِيْلَ قَالَ : حَدَّثَنَا اَبُو الْإِسْبَاطِ الْحَارِثِيُّ وَاسْمُهُ بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ الْمُؤْمِنُ غِرَّ كَرِيْمٌ وَالْفَاجِرُ خَبٌّ لَئِيْمٌ

হযরত আবূ হুরায়রা ﵁ বলেন, রসুলুল্লহ ﷺ বলেছেন : ঈমানদার ব্যক্তি হয় উজ্জ্বল চরিত্রসম্পন্ন এবং উদার হস্ত আর পাপাচারী লোক হয় শঠ এবং নীচু প্রকৃতির। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং: ৪২০)

সবক – ১৭ : সহপাঠী বা অন্যদের সাথে গালা-গালি করা যাবে না

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبْ قَالَ : اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : الْمُسْتَبَانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ حَتَّى يَعْتَدِى الْمَظْلُوْمُ

হযরত আনাস ﵁ বলেন, কলহরত দুই পক্ষ যে গালাগালি করে মযলূম ব্যক্তির সীমালংঘন না করা পর্যন্ত উহাদের উভয় পক্ষের পাপ সূচনাকারীর ঘাড়ে চাপিবে। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং: ৪২৬)

মাজলুমের সীমালংঘন করা মানে প্রথম ব্যক্তি হয়ত তাহাকে একটা গালি দিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি চট করিয়া তাহাকে দুইটা গালি দিয়া বসিল। প্রকৃতপক্ষে তখন সে মাজলুম হইতে জালিমে পরিবর্তিত হইয়া যায়। অবশ্য সে যদি প্রথম ব্যক্তির সমান সমান গালি দিয়া থাকে, তবেই প্রথম ব্যক্তি উভয় পক্ষের পাপের জন্য দায়ী হইবে। অবশ্য ধৈর্যধারণ করাই উত্তম পন্থা। গালির উত্তরে গালি দেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে মোটেই প্রশংসনীয় কাজ নয়।

সবক – ১৮ : তিনটি বিষয় অর্জন ও তিনটি বিষয় বর্জন করা শিক্ষার্থীদের জন্য অপরিহার্য

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ : اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاَثًا يَرْضَى لَكُمْ : اَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَاَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَاَنْ تَنَاصَحُوْا مَنْ وَلاَّهُ اللهُ اَمْرَكُمْ وَيَكْرَهُ لَكُمْ : قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ

আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং তোমাদের তিনটি কাজে অসন্তুষ্ট হন। যে তিনটি কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন তা হলো, তোমরা তাঁর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে অন্য কিছু শরীক করবে না। তোমরা একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রশিকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে। আল্লাহ যাকে তোমাদের শাসক বানিয়েছেন তোমরা তার কল্যাণ কামনা করবে বা তাকে সদুপদেশ দিবে। তিনি তোমাদের যে তিনটি কাজ অপছন্দ করেন তা হলো, অসার কথা (গুজব), ভিক্ষা ও সম্পদের অপচয়। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং: ৪৪৪, মান: সহিহ)

অত্র হাদিসে শিক্ষার্থীদের জন্য পালনীয় তিনটি বিষয় হলোঃ

১) কোনো অবস্থাতেই একজন দ্বীনি শিক্ষার্থী শিরকের সাথে বিন্দুমাত্রও আপোষ করবে না। সর্বদায় শিরক হয় এমন বস্তু ও কর্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকতে হবে। প্রয়োজনবোধে উস্তাদগণকে বারবার জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে হবে যে, শিরক বস্তু ও কর্মগুলো কি কি। যেন শিরক চিনে শিরক থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থেকে মহান আল্লাহর ইবাদত করা যায়।

২) জামাতবদ্ধ বা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রকৃত ইসলামকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে, তা থেকে কোনো ভাবেই বিছিন্ন হওয়া যাবে না।

৩) আমিরুল মুসলিমীন বা আমিরুল মুজাহিদীনের আনুগত্য থেকে তাঁর জন্য কল্যান কামনা করে মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য বর্জনীয় তিনটি বিষয়ঃ

১) সহপাঠী ও উস্তাদগণের সাথে বাদানুবাদ বা বিতর্কে জড়ানো যাবে না।

২) মানুষের কাছে অধিকহারে কোনোকিছু চাওয়া যাবে না। অর্থাৎ ভিক্ষা করা যাবে না। এমন কি মাদ্রাসার জন্য মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা মানুষের নিকট ধান, গম, চাউল, টাকা ইত্যাদি কালেকশন করে, এটাও বর্জনীয় বিষয়। তবে কোনো সহপাঠী, প্রতিবেশী, উস্তাদগণ, আমির, অভিভাবকদের নিকট থেকে খুবই প্রয়োজনীয় ছোট-খাটো কোনো কিছু চাওয়া এই বর্জনীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৩) সামানা বা খাদ্য-খানার কোনোরূপ অপচয় করা যাবে না বা নষ্ট করা যাবে না। অনেক সময় দেখা যায় শিক্ষার্থীরা তাদের পরিবারের নিকট হতে অহেতুক অর্থ নিচ্ছে এবং তা অপচয় করছে। এমন অপচয় করা যাবে না। তবে খাবার খেতে বসে প্লেটে কিছু খাবার বেশি হলে, তা খেতে না পেরে নষ্ট করলে তা বর্জনীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

সবক – ১৯ : নম্রতা অবলম্বন করা

একজন দ্বীনি শিক্ষার্থীকে অবশ্যই নম্রতা অবলম্বন করতে হবে। কেননা, যে ব্যক্তি দ্বীনি ইলম অর্জন করে নম্রতা প্রদর্শন করতে পারে না, তাহলে বুঝতে হবে সে ব্যক্তির তাযকিয়াতুন নফস বা আত্মা পবিত্র হয়নি। ফলে সে শয়তানের ধোঁকায় পতিত হবে এবং অহংকারি হবে। যা আমি আলেমদের বৈশিষ্ট সম্পর্কে উক্তিতে উল্লেখ করেছি।

উক্তিটি হলো - " প্রকৃত আলেম সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি জ্ঞানের ভারে আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে নম্র ও বিনয়ী হয়। আর যে ব্যক্তি জ্ঞানের ভারে অহংকারী হয়ে যায়, সেই ব্যক্তি প্রকৃত পথভ্রষ্ট আলেম।

অতঃপর নম্রতার দ্বারাই বান্দাকে আল্লাহ তা'য়ালা নেয়ামত দান করেন।

حَدَّثَنَا مُوْسَى قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِىْ عَلَيْهِ مَا لاَ يُعْطِىْ عَلَى الْعُنْفِ .

আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল ﵁ থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেনঃ আল্লাহ তাআলা নম্র, তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। তিনি নম্রতার উসীলায় (বান্দাকে) এমন কিছু দান করেন যা কঠোরতার বেলায় দান করেন না। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নংঃ ৪৭৪, মানঃ সহিহ)

সবক – ২০ : অধিক সহনশীল ও অধিক ধৈর্য্যশীল হতে হবে

حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ زَحْرٍ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ : لاَ حَلِيْمَ اِلاَّ ذُوْ عَثْرَةٍ وَلاَ حَكِيْمَ اِلاَّ ذُوْ تَجْرِبَة

আবু সাঈদ ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেনঃ পদে পদে বাঁধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই সহনশীল ও ধৈর্যশীল হয় এবং অভিজ্ঞতা ছাড়া বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান হওয়া যায় না। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নংঃ ৫৬৭, মানঃ যঈফ)

সবক – ২১ : শিক্ষার্থীদের জন্য উত্তম হলো পরস্পরের মধ্যে হাদিয়া, তোহফা আদান প্রদান করা

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ضَمَامُ بْنُ اِسْمَعِيْلَ قَالَ : سَمِعْتُ مُوْسَى بْنَ وَرْدَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُوْلُ : تَهَادُوْا تَحَابُّوْا

হযরত আবূ হুরায়রা ﵁ বর্ণনা করেন, নাবী ﷺ বলিয়াছেন: পরস্পরে হাদিয়া বিনিময় করবে তবে তোমাদের পরস্পরে ভালবাসার সৃষ্টি হবে। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং: ৫৯৬)

সবক – ২২ : শিক্ষার্থীদের অধিক লজ্জাশীল হতে হবে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ يُعَاتِبُ اَخَاهُ فِى الْحَيَاءِ كَاَنَّهُ يَقُوْلُ : اَضَرَّ بِكَ فَقَالَ : دَعْهُ فَاِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيْمَانِ

আবদুল্লাহ ইবনে উমার ﵁ বলেন, নাবী ﷺ এক লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি লজ্জা সম্পর্কে তার ভাইকে তিরস্কার করে বলছিলঃ তুমি খুবই লাজুক, এতে তোমার দারুণ ক্ষতি হবে। তখন নাবী ﷺ বলেনঃ তাকে ছেড়ে দাও। কেননা লজ্জা ঈমানের অংশ। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং: ৬০৬, মান: সহিহ)

শিক্ষার্থীদের অবগতির জন্য বলছি যে, খোলা ও লোকালয় স্থানে গোসল, খালি শরীরে থাকা ইত্যাদিও অত্র হাদিসে উল্লেখিত লজ্জাহীনতার অংশ বিশেষ।

সবক – ২৩ : এক শিক্ষার্থী অপর শিক্ষার্থীর কল্যাণের জন্য বেশি বেশি দুয়া করা

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ : اَخْبَرَنَا حَيْوَةُ قَالَ : اَخْبَرَنِىْ شُرَحْبِيْلُ بْنُ شَرِيْكٍ الْمَعَافِرِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ اَنَّهُ سَمِعَ الصُّنَابِحِيَّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ : اِنَّ دَعْوَةَ الأَ خِ فِى اللهِ تُسْتَجَابُ

হযরত আবু বকর সিদ্দীক ﵁ বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় বন্ধনের ভাইয়ের দুয়া কবুল হয়ে থাকে। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং: ৬২৮)

সবক – ২৪ : প্রয়োজন বোধে কারো কাছে কিছু চাইতে হলে তার তোষামোদ না করে সরাসরি চাইতে হবে। কেননা তোষামোদের দ্বারা তার পিঠে ছুরিকাঘাত করা হয় অর্থাৎ ক্ষতি করা হয়

حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنِي الأَعْمَشُ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ عَنْ اَبِي الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : اِذَا طَلَبَ اَحَدُكُمُ الْحَاجَةَ فَلْيَطْلُبْهَا طَلَبًا يَسِيْرًا فَاِنَّمَا لَهُ مَا قُدِّرَ لَهُ وَلاَ يَأْتِيْ اَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَيَمْدَحَهُ فَيَقْطَعَ ظَهْرَهُ .

আবদুল্লাহ ﵁ বলেন, তোমাদের কেউ প্রয়োজনে কারো কাছে কিছু চাইলে যেন সহজভাবে চায় (বারংবার না চায়)। কেননা তার তাকদীরে যা নির্ধারিত আছে তা সে পাবেই। তোমাদের কেউ যেন তার কোন সহযোগীর নিকট গিয়ে তার চাটুকারিতা না করে। তা করলে সে যেন তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিলো। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং: ৭৮৪, মান: সহিহ)

সবক – ২৫ : শিক্ষার্থীদের নাম হাজিরা বা ডাকার সময় লাব্বাইক বলা উত্তম

حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اسْمُعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا هُمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ اَنَا رَدِيْفُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ قَالَ مِثْلُهُ ثَلاَثًا هَلْ تَدْرِى مَا حَقُّ اللّهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَقَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِى مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى لك أن لا يعذبهم اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا فَعَلُوا ذَلِك

হযরত মু'য়ায ﵁ বলেন, একদা আমি নাবী কারীম ﷺ এর পিছনে একই বাহনের আরোহী ছিলাম। তখন তিনি বললেনঃ হে মু'য়ায, জবাবে আমি বলিলাম: লাব্বায়িক ও সাদায়েক - হাযির আছি, খাদেম হাযির। অতঃপর তিনি পুনঃ পুনঃ তিনবার এইরূপ বললেন। তুমি কি জানো, বান্দার উপর আল্লাহর হক কী? (হক

হলো) তারা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অপর কাউকে শরীক করবে না। অতঃপর কিছুক্ষণ অতিক্রান্ত হতেই আবার ডাকলেন: মু'য়াজ! আমি পুনঃ জবাব দিলাম : লাব্বায়িক ও সাদায়েক! বললেন: জানো কি মহামহিম আল্লাহর উপর বান্দার কী হক, যখন বান্দা তাঁর সে হক আদায় করে চলে? (তা হলো) তিনি তাদের শাস্তি দিবেন না। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং: ৯৫৪)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষার্থীদের মজলিস বা ক্লাস সম্পর্কে

সবক - ২৬ : শিক্ষার্থীগণ মজলিস বা ক্লাসে উপস্থিতের সময় সালাম প্রদান করবে এবং ক্লাস শেষে ওঠার সময়ও সালাম প্রদান করবে

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ عَنْ اَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ : مَنْ لَقِيَ اَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَاِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ اَوْ حَائِطٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ

আবু মরিয়ম ﵀ থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা ﵁ বলেন, কোন ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করলে সে যেন তাকে সালাম দেয়। যদি তাদের মধ্যে কোন গাছ বা প্রাচীর অন্তরায় হয়, অতঃপর পুনরায় তাদের সাক্ষাৎ হয়, তখনও যেন তাকে সালাম দেয়। (আবু দাউদ – ১০২০)

حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ نِبْرَاسٍ اَبُو الْحَسَنِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوْا يَكُوْنُوْنَ مُجْتَمِعِيْنَ فَتَسْتَقْبِلُهُمُ الشَّجَرَةُ فَتَنْطَلِقُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عَنْ يَمِيْنِهَا وَطَائِفَةٌ عَنْ شِمَالِهَا فَاِذَا الْتَقَوْا سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

আনাস ইবনে মালেক ﵁ থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ এর সাহাবাগণ একত্র থাকা অবস্থায় তাদের সামনে কোন গাছ প্রতিবন্ধক হওয়ায় তাদের কতক তার ডান পাশ দিয়ে এবং কতক বাম পাশ দিয়ে যেতে তাদের পুনরায় সাক্ষাৎ হতেই পরস্পর সালাম করতেন। (তাবারানী – ১০২১)

সবক – ২৭ : মজলিস বা ক্লাসের স্থান প্রসস্ত করা

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُقِيْمَنَّ اَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا

হযরত ইবনে উমর ﵁ বলেন, নাবী কারীম ﷺ বলেন : কোন ব্যক্তিকে, তোমাদের মধ্যকার কেউ যেন কখনো তার স্থান হইতে উঠিয়ে সেখানে নিজে না বসে; বরং স্থান একটু প্রশস্ত করে দিবে এবং খোলামেলা হয়ে বসবে। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং : ১১৫৬)

সবক – ২৮ : কেউ মজলিস বা ক্লাস থেকে উঠে গিয়ে আবার ফিরে আসলে পূর্বের বসার জায়গাটা তারই অধিকার যে প্রথমে বসেছে

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مُخَلَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُهَيْلٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ اِلَيْهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ

হযরত আবূ হুরায়রা ﵁ বলেন, নাবী কারীম ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যখন তাঁর (বসার) জায়গা হতে উঠে যায় এবং পুনরায় সেখানে ফিরে আসে, তখন সেই ঐ জায়গায় বসার বেশি হকদার। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং : ১১৫৪)

সবক – ২৯ : মজলিস বা ক্লাসে দুইজনের মাঝখানে না বসা উত্তম

حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْفُرَاتُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ اَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ اِلَّا بِاِذْنِهِمَا

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে আমর ﵁ বলেন, নাবী কারীম ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তির জন্য দুইজনের মধ্যস্থলে বসে তাদের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করা বৈধ নয়, অবশ্য তাদের অনুমতি সাপেক্ষে এটা বৈধ হবে। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং : ১১৫৮)

সবক - ৩০ : মজলিস বা ক্লাসে কেউ কাউকে ডিঙ্গিয়ে সামনে বসা সঠিক নয়। তবে ওস্তাদ যদি শিক্ষার্থীগণকে নিকটে এসে বসতে বলে, তবে তা ভিন্ন কথা (যদিও ডিঙ্গিয়ে সামনে আসা লাগে)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطُّفَيْلِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكَ عَنْ سَمَّاكَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا اِذَا اَتَيْنَا النَّبِيَّ جَلَسَ اَحَدُنَا حَيْثُ انْتَهى

হযরত জাবির ইবনে সামূরা ﵁ বলেন, আমরা যখন নাবী কারীম ﷺ এর দরবারে যেতাম, তখন মজলিসের শেষপ্রান্তে বসতাম। অর্থাৎ লোক ঠেলে কেউ আগে গিয়ে বসার চেষ্টা করত না, বরং যেখান পর্যন্ত মজলিসের লোক থাকতো আগন্তুক তাঁর পিছনেই বসতো। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং : ১১৪১)

حَدَّثَنَا اَبُوْ نَعِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُؤَمِّلٍ عَنْ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَكْرَمُ النَّاسِ عَلَى جَلِيْسَى اَنْ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ حَتَّى يَجْلِسُ اِلَيَّ

ইবনে মুলায়কা বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস ﵁ বলেছেন, আমার নিকট সর্বাধিক সম্মানের পাত্র হচ্ছে আমার পার্শ্বচর, যদিও আমার নিকট আসতে গিয়ে সে লোকের ঘাড় টপকিয়ে বসে। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং : ১১৬৩)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
খেলাধুলা সম্পর্কে

সবক - ৩১ : গুলতি খেলা যাবেনা

حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنِ صَهْبَانَ الْأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِّيْ قَالَ : نَهَىْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ اِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَا يَنْكِئُ الْعَدُوِّ وَاِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَ يُكْسِرُ السن

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফল মুযানী ﵁ বলেন : আল্লাহর রসূল ﷺ গুলতি দ্বারা নুড়ি পাথর ছুঁড়তে বারণ করিয়াছেন। (এই সম্পর্কে) তিনি বলেছেন : এটা না পারে শিকার নিধন করতে আর

না পারে শত্রুকে কাবু করতে, বরং ইহা চক্ষু নষ্ট করে অথবা দাঁত ভেঙ্গে দেয়। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং : ৯১৩)

সবক – ৩২ : পাশা ও লুডু খেলা যাবেনা। কেননা পাশা খেলা হারাম

حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ

হযরত আবূ মূসা আশ্'আরী ﵁ বলেন, যে ব্যক্তি পাশা খেলা খেললো, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করলো। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং : ১২৮৬)

حَدَّثَنَا اِحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ وَمَالِكُ بْنُ اِسْمَعِيْلَ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ هِنْدِ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ

হযরত ইবনে মূসা বর্ণনা করেন যে, নাবী কারীম ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি পাশার গুটি দিয়ে খেললো, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করলো। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং : ১২৮৯)

সবক – ৩৩ : ক্যারাম খেলা যাবে না। কেননা ক্যারাম খেলা হারাম

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمَرُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ عَنْ اَبِى الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِيَّاكُمْ وَهَاتَيْنِ الْكَعْبَتَيْنِ الْمُؤْسُوْمَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُزْجَرَانِ زَجْرًا فَاِنَّهُمَا مِنَ الْمَيْسَرِ

আবুল আহ্ওয়াস বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ ﵁ বলেছেন : সাবধান ঐ দুইটি গুটি হতে সাবধান, যে গুটিগুলি থাকে চিহ্নিত এবং ঐগুলি (খেলার সময়) নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে। মনে রেখ, ঐগুলো হচ্ছে জুয়া। [অর্থাৎ জুয়ার উপকরণ] (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং : ১২৮৭)

সবক – ৩৪ : শিক্ষার্থীদের জন্য হারাম খেলা ব্যতীত সকল খেলার অনুমতি রয়েছে

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانَ اَصْحَابُنَا يُرَخِّصُوْنَ لَنَا فِى اللَّعْبِ كُلِّهَا غَيْرَ الْكِلَابِ (قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللهِ يَعْنِىْ لِلصَّبْيَانِ)

হযরত ইব্রাহীম ﷬ বলেন, আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠগণ আমাদেরকে সর্বপ্রকার খেলাধুলা করারই অনুমতি দিতেন। তবে কুকুরের খেলা (অর্থাৎ কুকুর নিয়ে খেলা) ছাড়া। আবু আবদুল্লাহ বলেন, অর্থাৎ বালকদেরকে খেলার অনুমতি দেয়া হতো। (আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং – ১৩১৪)

কুকুর হলো হারাম প্রানী। অত্র হাদিসে বালকদের সকল প্রকার খেলাকেই বৈধতা দেয়া হয়েছে। তবে কুকুর নিয়ে খেলা দ্বারা বুঝানো হয়েছে হারাম কোনো বস্তু নিয়ে অথবা হারাম কোনো খেলা শিশুদের জন্য ইসলামে বৈধতা নেই।

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَسْرُبَ اِلٰى صَوَاحِبِىْ بَلْعَبْنَ بِاللَّعْبِ الْبَنَاتُ الصَّغَارُ

হযরত আয়েশা ﷵ বলেন, নাবী কারীম ﷺ আমার নিকট আমার বান্ধবীদের পাঠাতেন। তারা এসে আমাকে নিয়ে খেলাধূলা করত। তারা ছিল ছোট ছোট বালিকা। (আদাবুল মুফরাদ - ই.ফা. হাদিস নং ১৩১৬)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
পত্র লেখা সম্পর্কে

সবক – ৩৫ : পত্রের প্রথমে বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করতে হবে। অতঃপর প্রেরক ও প্রাপকের নাম লিখতে হবে

حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ كَتَبَ اِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهِ فَكَتَبَ اِلَيْهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ لِعَبْدِ الْمَلِكِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ سَلَامَ عَلَيْكَ فَاِنِّىْ اَحْمَدُ اِلَيْكَ اللهَ الَّذِىْ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ وَاَقِرُّ لَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ فِيْمَا اسْتَطَعْتُ

আবদুল্লাহ্ ইবনে দীনার বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর ﷠ , আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের কাছে বায়াত গ্রহণের উদ্দেশ্যে

পত্র লিখেছিলেন। তিনি লিখেন : বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম - এই পত্র আমীরুল মু'মিনীন আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নিকটে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি সালাম। অতঃপর আমি আপনার নিকটে সেই আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রশংসা করতেছি যিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। আল্লাহর বিধান ও তাঁর রসূলের সুন্নাত অনুযায়ী সাধ্যানুসারে আপনার আদেশ শ্রবণের ও আপনার আনুগত্যের ওয়াদা করতেছি। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং : ১১৩৪)

সবক – ৩৬ : পত্রে বাদ সমাচার বা আম্মাবাদ লেখা উত্তম

حَدَّثَنَا قُبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ قَالَ اَرْسَلَنِيْ اَبِيْ اِلَى بُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ اَمَّا بَعْدُ . ابْنِ عُمَرَ فَرَاَيْتُهُ يَكْتُبُ

যায়িদ ইবনে আসলাম বলেন, একদিন আমার পিতা আমাকে হযরত ইবনে উমরের নিকট প্রেরণ করেন, আমি দেখলাম যে, তিনি (তাঁর পত্রে) লিখতেছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম – ‘বাদ সমাচার’ এই যে ...। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং : ১১৩৫)

সবক – ৩৭ : পত্রের জবাবে পত্র লেখা উত্তম

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شَرِيْكَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيْحٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنِّيْ لَاَرَى لِجَوَابِ الْكِتَابِ حَقًّا كَرَبِّ السَّلَامِ

হযরত আমির ইবনে আব্বাস ﵁ এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন : আমার সুস্পষ্ট অভিমত হইল এই যে, সালামের জবাব দেওয়ার মত চিঠির জবাব দেওয়াও অবশ্য কর্তব্য। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং : ১১৩২)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নিজ বাড়িতে চলাফেরা সম্পর্কে

সবক – ৩৮ : বাড়িতে প্রবেশের সময় সালাম দিয়ে প্রবেশ করতে হবে

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاتِكَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيْبِ الْمُحَارِبِىُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا اَمَامَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ اِنْ عَاشَ كُفِىَ وَاِنْ مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ خَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ وَمَنْ خَرَجَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ

হযরত আবু উমামা ﵁ বলেন, নাবী কারীম ﷺ বলেছেন : তিন ব্যক্তি এমন যাদের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তাদের জীবিত অবস্থায় আল্লাহই তাদের জন্য যথেষ্ট আর মৃত্যু হলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে : ১. যে ব্যক্তি সালামের মাধ্যমে ঘরে প্রবেশ করে সে মহামহিম আল্লাহর দায়িত্বে; ২. যে ব্যক্তি মাসজিদ পানে বের হয়ে যায়, সে ব্যক্তিও আল্লাহর দায়িত্বে এবং ৩. যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) বের হয়ে পড়ে, সেও আল্লাহর দায়িত্বে। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং : ১১০৯)

সবক – ৩৯ : আবাসিক গৃহে প্রবেশের সময়ও সালাম দিতে হবে

حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ بْنِ عُمَرَ قَالَ اِذَا دَخَلَ الْبَيْتَ غَيْرَ الْمَسْمُوْنِ فَلْيَقُلْ السَّلَامُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ

নাফি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর ﵄ বলেছেন : কেউ কোন অনাবাসিক গৃহে প্রবেশ করলে তাঁর বলা উচিত : আস্-সালামু আলাইনা ও আ'লা ইবাদিল্লাহিস্ সলিহীন – 'আমার ও আল্লাহর সমুদয় নেক্কার বান্দার উপর শান্তি বর্ষিত হউক!' (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং : ১০৬৮)

সবক – ৪০ : মায়ের রুমে প্রবেশের অনুমতি নিতে হবে

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيْرٍ يَقُوْلُ سَاَلَ رَجُلٌ حُذَيْفَةَ فَقَالَ اَسْتَاْذِنُ عَلَى اُمِّيْ فَقَالَ اِنْ لَمْ تَسْتَاْذِنَ عَلَيْهَا رَاَيْتَ مَا تَكْرَهُ

মুসলিম ইবনে নাযীর বলেন, এক ব্যক্তি হযরত হুযায়ফা ﵁ কে প্রশ্ন করলো, আমি কি আমার মায়ের নিকট যেতেও তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করবো? উত্তরে তিনি বললেন : যদি তুমি তাঁর নিকট যেতে অনুমতি প্রার্থনা না কর, তবে এমন অবস্থা তোমার চোখে পড়তে পারে যা দেখতে তুমি পছন্দ কর না। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং : ১০৭৩)

সবক – ৪১ : পিতার রুমে প্রবেশের জন্য অনুমতি নিতে হবে

حَدَّثَنَا فَرْوَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اَبِيْ عَلَى اُمِّيْ فَدَخَلَ فَاَتْبَعْتُهُ فَالْتَفَتَ فَدَفَعَ فِيْ صدرى حَتَّى اَقْعَدَنِيْ عَلَى اسْتِيْ ثُمَّ قَالَ اَتَدْخُلُ بِغَيْرِ اِذْنٍ

মূসা ইবনে তালহা বলেন, একদিন আমি আমার পিতার সাথে আমার মাতার নিকট গেলাম। তিনি গিয়ে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করলেন এবং আমিও তাকে অনুসরণ করলাম। তিনি তখন আমার দিকে তাকালেন এবং আমার বুকে ধাক্কা দিয়ে আমাকে পাছার উপর বসিয়ে দিলেন। তারপর বললেন : অনুমতি ছাড়াই কি তুমি ঢুকে পড়লে? (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং : ১০৭৪)

সবক – ৪২ : বোনের রুমে প্রবেশের জন্য অনুমতি নিতে হবে

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُوْ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءَ قَالَ سَاَلْتُ ابْنُ عَبَّاس فَقُلْتُ اَسْتَاْذِنُ عَلَى اُخْتِيْ فَقَالَ نَعَمْ فَاَعَدْتُ فَقُلْتُ اَخْتَانِ فِيْ حُجْرِى وَاَنَا اَمُوْنَهُمَا وَاَنْفِقُ عَلَيْهِمَا اَسْتَاْذِنُ عَلَيْهِمَا قَالَ نَعَمْ اَتُحِبُّ اَنْ تَرَاهُمَا عُرْيَانَتَيْنِ ثُمَّ قَرَاَ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنُكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوْا الْحُلْمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ

আ'তা বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস ﵄ কে জিজ্ঞেস করলাম, আমার বোনের নিকট ও কি আমি অনুমতি চাইবো ! তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি ঐ প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে বললাম : আমার দুই বোন আমার অভিভাবকত্বে আছে; আমিই তাদের ব্যয়ভার বহন করে থাকি। তবুও কি তাদের কাছে যেতে আমাকে তাদের অনুমতি নিতে হবে? বললেন : হ্যাঁ, তুমি কি তাদেরকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখতে চাও? অতঃপর তিনি (তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে) তিলাওয়াত করলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে অধিকারভুক্ত দাসদাসীগণ এবং তোমাদের মধ্যকার যারা এখনও বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিনটি সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে। ফজরের সলাতের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে তোমরা যখন কাপড়-চোপড় খুলে (হাল্কাভাবে) থাক এবং ইশার সলাতের পরে। এই তিনটি সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। (সূরা নূর : ৫৮)

অতঃপর তিনি বলেন : তাদেরকে এই তিনটি গোপনীয়তা অবলম্বনের সময় ছাড়া অন্য কোন সময় অনুমতি গ্রহণের আদেশ দেওয়া যাবে না। আল্লাহ্ তা’য়ালা আরো বলেন :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

আর যখন তোমাদের অপ্রাপ্তবয়স্করা বয়ঃপ্রাপ্ত (সাবালক) হবে, তখন তারাও যেন তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় অনুমতি প্রার্থনা করে। (সূরা নূর : ৫৯)

ইবনে আব্বাস ﵁ বলেনঃ সুতরাং অনুমতি গ্রহণ অপরিহার্য। ইবনে জুরায়জ এতে আরও বর্ধিত করেন : সকল লোকের কাছে গমনের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং : ১০৭৬)

সবক – ৪৩ : ভাইয়ের রুমে প্রবেশের জন্য অনুমতি নিতে হবে

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرُ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ كَرْدُوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ يَسْتَاْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى اَبِيْهِ وَاَخِيْهِ وَاُخْتِهِ

হযরত আবদুল্লাহ্ ﵁ বলেন, একজন লোককে তার পিতা, মাতা, ভাই অথবা বোনের কক্ষে প্রবেশ করতে তার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং : ১০৭৭)

সবক – ৪৪ : যেকোনো বাড়িতে প্রবেশের জন্য অবশ্যই অনুমতি নিতে হবে

حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ شُرَيْحٍ اَنَّ اَبَا حَى الْمَوَدَّبَ حَدَّثَهُ اَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لَامْرِئٍ مُسْلِمٍ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى جَوْفِ بَيْتٍ حَتَّى يَسْتَاْذَنَ فَاِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ وَلَا يَؤُمُ رف وَلَا يُصَلِّ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى دُوْنَهُمْ حَتَّى يَنْصَرِفَ قَوْمًا فَيَخُصُ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُوْنَهُمْ يَتَخَفَّفَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللهِ اَصَحُ مَا يُرَى فِيْ هَذَا الْبَابِ هَذَا الْحَدِيْثُ

আল্লাহর রসূল ﷺ এর গোলাম সাওবান ﵁ বলেন, নাবী কারীম ﷺ বলেছেন : কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য বিনা অনুমতিতে কারও অন্তঃপুরে দৃষ্টিপাত করা বৈধ নয়। যদি সে এরূপ করে, তবে যেন সে তাতে প্রবেশই করলো। আর কোন মুসলমানের জন্য এটাও বৈধ নয় যে, সে কোন সম্প্রদায়ের ইমামতী করবে অথচ দুয়ার সময় তাদেরকে বাদ দিয়ে কেবল নিজের জন্যই নির্দিষ্ট করে দুয়া করবে। সে প্রশ্রাব পায়খানার বেগ চেপেও যেন সলাত না পড়ে যতক্ষণ না মলমূত্র ত্যাগ করিয়া হাল্কা হয়।

আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) বলেন, এ অধ্যায়ের হাদীসসমূহের মধ্যে এটাই বিশুদ্ধতম হাদীস। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং : ১১০৮)

সবক – ৪৫ : ঘরের ভিতরে উঁকি মারা নিষেধ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ اَبِى الْعَلَانِيَةِ قَالَ اَتَيْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِيْ ثُمَّ سَلَّمْتُ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِيْ ثُمَّ سَلَّمْتُ الثَّالِثَةَ فَرَفَعْتُ صَوْتِيْ وَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الدَّارِ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِيْ فَتَنَكَّيْتُ نَاحِيَةَ فَقَعَدْتُ فَخَرَجَ اِلَىَّ غُلَامٌ فَقَالَ ادْخُلْ فَدَخَلْتُ فَقَالَ لِيْ اَبُوْ سَعِيْدٍ اَمَا اِنَّكَ لَوْ زِدْتَ لَمْ يُؤْذَنْ لَكَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الأَوْعِيَةِ فَلَمْ اَسْئَلْهُ عَنْ شَيْءٍ اِلَا قَالَ حَرَامٌ حَتَّى سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَفَّ فَقَالَ حَرَامٌ قَالَ مُحَمَّدٌ يَتَّخِذُ عَلَى رَأْسِهِ آدَمٍ فَيُوَكَا

আবুল আলানিয়া বলেন, একদিন আমি হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ﵁ এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে সালাম প্রদান করলাম, কিন্তু আমি অনুমতি পেলাম না। আমি পুনরায় সালাম দিলাম কিন্তু এবারও অনুমতি পেলাম না। অতঃপর আমি তৃতীয়বার সালাম দিলাম এবং উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলাম : 'আসসালামু আলাইকুম' হে গৃহবাসী! কিন্তু এবারও আমাকে অনুমতি দেওয়া হলো না। তখন আমি এক কোণায় গিয়ে বসে পড়লাম। এমন সময় একটি বালক বের হয়ে এসে বললো : ভিতরে আসুন! তখন আবু সাঈদ ﵁ আমাকে লক্ষ্য করে বললেন : ওহে! যদি তুমি এর বেশি সংখ্যকবার অনুমতি প্রার্থনা করতে তবে তোমাকে আদৌ অনুমতি দেওয়া হতো না। (অর্থাৎ আমি আড়ালে থেকে লক্ষ্য করলাম, অনুমতি প্রার্থনার সঠিক নিয়ম সম্পর্কে তুমি অবগত আছ কিনা এবং সেই অনুযায়ী কাজ কর কিনা!)

রাবী আবুল আলানিয়া বলেন, অতঃপর আমি তাঁকে কয়েক ধরনের পাত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, কিন্তু আমি যে কয়েকটি পাত্র সম্পর্কেই তাঁকে প্রশ্ন করলাম, সব কয়টি সম্পর্কেই তিনি কেবল 'হারাম' শব্দ বললেন। শেষ পর্যন্ত আমি তাঁকে মশক (ভিস্তি) সম্পর্কে প্রশ্ন

করলামঃ এবারও তিনি বললেন – 'হারাম'। রাবী মুহাম্মাদ বলেন, সেটা এমন পাত্র যার মুখে চাঁমড়া রেখে মুখ বন্ধ করে দেয়া হতো। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং : ১০৯১)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْيَحْصَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ بُشْرٍ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا اَتَى بَابًا يُرِيْدُ اَنْ يَسْتَاْذِنَ لَمْ يَسْتَقْبِلْهُ جَاءَ يَمِيْنًا وَشِمَالًا فَاِنْ اَذِنَ لَهُ وَاِلَّا انْصَرَفَ

নাবী কারীম ﷺ এর সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে বুশরা ؓ বলেন : যখন কারও দ্বারপ্রান্তে কোন ব্যক্তি উপনীত হবে এবং অনুমতি প্রার্থনার উদ্দেশ্যে দাঁড়াবে তখন একেবারে দরজায় মুখামুখি হয়ে দাঁড়াবে না, বরং একটু ডানপাশে বা বামপাশে সরে দাঁড়াবে। যদি অনুমতি দেওয়া হয়, তবে ঢুকবে, নয়তো চলে যাবে। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং : ১০৯২)

সবক – ৪৬ : কারো গৃহে প্রবেশের জন্য অনুমতি নিতে হবে। যদি দেখা যায় তার গৃহের দরজা লাগানো তবে প্রথমে দরজায় টোকা দিতে হবে অথবা কলিং বেল বাজাতে হবে। অতঃপর সালাম প্রদান করতে হবে

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمَعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْإِصْفَهَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اَبْوَابَ النَّبِيِّ كَانَتْ تَقْرَعُ بِالْأَظَافِيْرِ

হযরত আনাস ইবনে মালিক ؓ বলেন, নাবী কারীম ﷺ এর দরজাসমূহে অঙ্গুলীসমূহের নখ দ্বারা খটখটানো হতো। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং : ১০৯৪)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ اَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَطْلَعَ رَجُلٌ مِنْ خُلَلٍ فِيْ حُجْرَةِ النَّبِيِّ فَسَدَّدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ بِمِشْقَصٍ فَاَخْرَجَ الرَّجُلُ رَاْسَهُ

হযরত আনাস ؓ বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তি একটি ফাঁক দিয়ে নাবী কারীম ﷺ এর হুজরার দিকে উঁকি দিয়ে তাকায়। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর তীরের ধারাল ফলা দ্বারা তা বন্ধ করলেন।

তখন ঐ ব্যক্তি তার মাথা বাহির করে নিল। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং : ১০৮৫)

সবক – ৪৭ : যেকোনো বাড়িতে বা রুমে প্রবেশের জন্য তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। যদি অনুমতি না পাওয়া যায় তবে ভিতরে প্রবেশ করা যাবে না। প্রয়োজনে বসে থাকতে হবে অথবা ফিরে যেতে হবে

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ اَخْبَرَنَا مُخَلَّدُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اَنَّ اَبَا مُوْسَى الْأَشْعَرِى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَكَاَنَّهُ كَانَ مَشْغُوْلاً فَرَجَعَ اَبُوْ مُوْسَى فَفَرَغَ عُمَرُ فَقَالَ اَلَمْ اَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ ابْنَ قَيْسٍ اِيْذَنُوْ لَهُ قِيْلَ قَدْ رَجَعَ فَدَعَاهُ فَقَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ فَقَالَ تَأْتِيْنِيْ عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَانْطَلَقَ اِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَسَاَلَهُمْ عَلَى هَذَا اِلَّا اَصْغَرُنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ فَذَهَبَ بِاَبِيْ سَعِيْدٍ فَقَالُوْا لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى فَقَالَ عُمَرُ اَخْفِيْ عَلَى مِنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللهِ اَلْهَانِيْ الصَّفَقَ بِالْأَسْوَاقِ يَعْنِيْ الْخُرُوْجَ اِلَى التِّجَارَةِ

উবায়দ ইবনে উমায়র বর্ণনা করেন : একদিন হযরত আবূ মূসা আশ'আরী ﵁ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবের দরবারে হাযির হবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু তাঁকে অনুমতি প্রদান করা হলো না। সম্ভবত তিনি তখন কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হযরত আবূ মূসা ﵁ ফিরে গেলেন। অতঃপর হযরত উমর ﵁ তাঁর কাজ হতে অবসর হয়ে বললেন : আবদুল্লাহ্ ইবনে কায়সের আওয়াজ যেন আমার কানে এসেছিল, তাঁকে ডাক। বলা হলো, তিনি তো চলে গিয়েছেন। তখন হযরত উমর ﵁ তাঁকে ডেকে এনে তাঁর ফিরে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেনঃ (রসূলুল্লাহর পক্ষ হতে) আমাদেরকে এরূপই নির্দেশ দেওয়া হতো। হযরত উমর ﵁ বললেন : তোমার এ বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ নিয়ে এসো ! তিনি তখন আনসারদের এক মজলিসে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং তাঁদেরকে ব্যাপারটি আনুপূর্বিক বলে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাদের মধ্যকার কেউ কি নাবী ﷺ এর এই নির্দেশ শুনেছো এবং এই ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করতে প্রস্তুত আছো? তাঁরা বললেন

: আমাদের সর্বকনিষ্ঠ আবু সাঈদ খুদরীই এ ব্যাপারে সাক্ষী দিতে পারে। তখন তিনি আবু সাঈদকে নিয়েই হাযির হলেন। তাঁর বক্তব্য শুনে হযরত উমর ﵁ বললেন : আল্লাহর রসূল ﷺ এর এমন একটি নির্দেশ কি আমার নিকট অবিদিত থাকতে পারে? হ্যাঁ, বাজারে বাজারে বেচাকেনা নিয়ে ব্যস্ততার কারণে আমি উক্ত নির্দেশ শ্রবণ করতে পারিনি। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং : ১০৭৮)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সম্পর্কে

সবক – ৪৮ : সহপাঠীদের অভিভাবকগণ ও অন্যান্যদেরকে সালাম প্রদান করতে হবে

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ وَلَ الْطَّعَامَ وَتُقْرِئُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ﵁ বলেন, একদিন এক ব্যক্তি বলে উঠলো, ইয়া রসূলাল্লহ্! কোন ইসলাম সর্বোত্তম? (অর্থাৎ ইসলামের কোন আমল সর্বোত্তম?) তিনি বললেন : তুমি ক্ষুধার্তকে আহার্য প্রদান করবে, এবং পরিচিত অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে সালাম দিবে। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং : ১০২৬)

সবক – ৪৯ : বড়দের সম্মান প্রদর্শন করা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ : اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مَنْ لَا يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস ﵁ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন : সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয় যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দেরকে সম্মান করে না। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং : ৩৬০)

সবক – ৫০ : সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে

حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَالِمٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ الْوَلِيْدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ وَهُوَ يَحْى بْنُ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ حَدَّثَهُ اَنَّ آبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ اللّٰهِ كَلاَمًا مَا نَفَعَنِيُّ اللّٰهُ بِهِ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ : اِنَّكَ اِذَا اتَّبَعْتَ الرَّيْبَةَ فِى النَّاسِ اَفْسَدْتَهُمْ فَاِنِّيْ لَا اَتَّبِعُ الرَّيْبَةَ فِيْهِمْ فَاَفْسَدُهُمْ

হযরত মু'আবিয়া ﵁ বলেন : আমি নাবী কারীম ﷺ এর নিকট এমন বাণী শুনেছি যা দ্বারা আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে উপকৃত করেছেন। এবং আমি নাবী কারীম ﷺ কে বলতে শুনেছি : 'যখন আপনি লোকজনের ব্যাপারে (কথায় কথায়) সন্দেহের বশবর্তী হবেন, তখন আপনি তাদের সর্বনাশ সাধন করবেন।' সুতরাং আমি তাদের ব্যাপারে সন্দেহের বশবর্তী হবো না এবং তাদের সর্বনাশও সাধন করবো না। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং : ২৪৮)

আলহামদুলিল্লাহ

সমাপ্ত

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

‘হে আল্লাহ! আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনার প্রশংসা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই ফিরে আসছি (তাওবা করছি)।’

(সুনানে আবু দাউদ, হাঃ ৪৮৫৯)

তারিখঃ ১১ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৮ হিজরি

২৫ আগস্ট ২০২৬ ঈসায়ী

তালিমুল ইসলাম শিক্ষা বোর্ড, নাটোর